প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **কুষ্টিয়া**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৯ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**শাহি মসজিদ** (ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ)	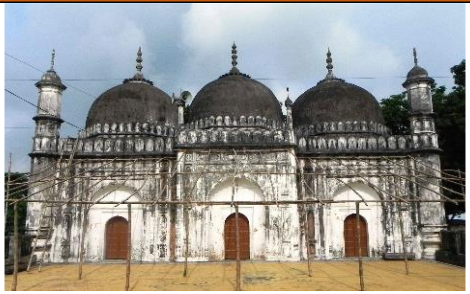	**কুষ্টিয়া সদর** গ্রাম: ঝাউদিয়া	২৩°৪৬'২৯.৯" উ. ৮৯°০৩'১৮.৬" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ১১ নভেম্বর, ১৯৬৯	ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, ঝাউদিয়া শাহী মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কালে নির্মাণ করা হয়। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় মুঘল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির অভ্যন্তরীণ দেয়াল গাত্রে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। মসজিদটির গম্বুজগুলোর উপরে পদ্ম-কলস নকশায় শোভিত রয়েছে। মসজিদটির চারকোণে ৪টি স্তম্ভ এবং পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ রয়েছে।
২.	**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত টেগর লজ**		**কুষ্টিয়া সদর** পৌরসভার মিলপাড়া	২৩°৫৪'০৫.৯" উ. ৮৯°০৮'৪৬.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ অক্টোবর, ২০১৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭১৮)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে বসবাসকালে ‘টেগর লজ’-এর মত সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ প্রাসাদটি প্রায় আয়াতাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছে। উপর ও নিচ তলার ছাদে কাঠের বর্গার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। অধিকাংশ দরজা ও জানালায় অর্ধবৃত্তাকার খিলান রয়েছে। উপর ও নিচ তলার ছাদ বরাবর নকশাযুক্ত কার্ণিস রয়েছে।
৩.	**শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি**		**কুমারখালী** শিলাইদহ	২৩°৫৫'১০.৮" উ. ৮৯°১৩'১১.৯" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ০৩ আগস্ট,১৯৬১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পদ্মা নদীর তীরে নির্মাণ করা হয়। এটি মুলত তিন তলা বিশিষ্ট ভবন। দ্বিতীয় তলায় থাকার জন্য একটি কক্ষ রয়েছে। এখানে ত্রিকোনাকৃতির পিরামিড সদৃশ বড় একটি হল রুম সহ ছোট বড় মিলে মোট পনেরটি কামরা রয়েছে। লৌহ নির্মিত সর্পিলাকার একটি সিড়ি রয়েছে। কবি এখানে বসে বিখ্যাত কবিতা “দুইবিঘা জমি” ও “সোনার তরী ” কবিতা রচনা করেন। ফকির লালন শাহের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায়ই এখানে আসতেন। বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্মারক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত ঘোষিত এ ভবনটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবাহী বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন নিয়ে জাদুঘর হিসেবে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত মহর্ষী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী** (দাতব্য চিকিৎসালয়)		**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: কসবা	২৩°৫৫'২৬.৫" উ. ৮৯°১৩'২৪.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৮)	'দি মহর্ষী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী' বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত দাতব্য চিকিৎসালয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার জন্য শিলাইদহে আসেন। জমিদারি পরিচালনাকালে চিকিৎসা সেবার জন্য কসবা গ্রামে এ চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত ২টি একতলা জোড়া দালান। উভয় দালানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় সমান। ইংরেজি বর্ণ 'L' ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ স্থাপনার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অতি সাধারণ।
৫.	**বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কাছারী বাড়ি** (তহশিল খানা)		**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম: কসবা	২৩°৫৫'২১.৪" উ. ৮৯°১৩'২৮.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৮)	১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার জন্য শিলাইদহে আসেন। তিনি জমিদারি পরিচালনা কালে কসবা গ্রামে খাজনা আদায়ের জন্য একটি কাছারী বাড়ি (তহশিল খানা) নির্মাণ করেন। রবীন্দ্র কাছারী বাড়ি আয়তাকার ভূমি নকশায় তৈরি দোতলা দালান। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দালানটির দৈর্ঘ্য ১৯ মি. ৪৭ সে.মি. ও প্রস্থ ৯ মি.। দক্ষিণমুখী এ স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানের।
৬.	**প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয়**		**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম:মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৪.২" উ. ৮৯°১৩'৪০.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)	রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তিনি তখন জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি নারী শিক্ষার উন্নয়নে দ্বিতীয় পুত্র বধূ প্রতিমা দেবীর নামে 'প্রতিমা দেবী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। রাণী ভবানী কর্তৃক নির্মিত কাছারীর যে অংশে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তা আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত একতলা দালান। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত দালানটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এ স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানের।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী গোপিনাথ মন্দির		**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম:মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৩.২" উ. ৮৯°১৩'৪১.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)	মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত কুষ্টিয়ার শিলাইদহে নির্মিত হয় গোপীনাথ মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিব মন্দির। গোপীনাথ মন্দিরটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একটি একতলা দালান। এ মন্দিরের সামনে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ১ট বারান্দা ও ৩টি কক্ষ আছে। মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ১৪.১৯ মিটার ও প্রস্থ ৯ মিটার। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তখন তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি গোপীনাথ মন্দিরও দেখাশুনা করেন।
৮.	প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী শিব মন্দির		**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম:মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৪.৩" উ. ৮৯°১৩'৩৯.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)	মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত কুষ্টিয়ার শিলাইদহরে মাঝগ্রামে ১টি শিব মন্দির নির্মিত হয়। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত চৌচালা শিব মন্দির। পূর্বমুখী এ মন্দির স্থাপনাটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য উন্নত মানের। এক কক্ষবিশিষ্ট এ মন্দিরের প্রতিটির বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭.৫ মিটার। মন্দিরটি নির্মাণে ব্যবহৃত ইট আকারে পাতলা ও ছোট। সামনে খিলানাকার ১টি প্রবেশপথ রয়েছে। এর দেয়ালের কিছু অংশে ফুল ও লতাপাতার পোড়ামটির অলংকরণ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তখন তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি শিব মন্দিরটি দেখাশুনা করেন।
৯.	প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ স্নান ঘর।		**কুমারখালী** ইউনিয়ন: শিলাইদহ গ্রাম:মাঝগ্রাম	২৩°৫৪'৫৪.১" উ. ৮৯°১৩'৪১.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯)	মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত কুষ্টিয়ার শিলাইদহের মাঝগ্রামে ১টি রাধাকৃষ্ণ (শ্রী শ্রী গোপীনাথ দেব)-এর স্নানঘর নির্মিত হয়। স্নানঘরটি অষ্টভূজাকার ভূমি পরিকল্পনায় প্রায় ১.৫ মিটার উচুঁ বেধীর উপর নির্মিত স্থাপনা। বর্তমানে অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে স্নান ঘরে আধুনিক সিমেন্টের আস্তর দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি দেখাশুনার ভার গ্রহণ করে শিলাইদহে আসেন। তখন তিনি জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি স্নান ঘরটিও দেখাশুনা করেন।